হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 1, Issue No. 11, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 1.00, September 2011

যাঁহারা সাম্যবাদের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা সমাজকে ধাপ্পা দিয়া গদীতে বসিবার জন্যই উহা করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতভাগে মত দিয়াছিলেন তাঁহারাও গদীর লোভেই ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। কিছুদিন অপেক্ষা করিলে ভারত অখন্ড ভাবেই স্বাধীন হইত।

শক্তিবাদ প্রবর্তক – স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী।

দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হল

দেগঙ্গার বিতর্কিত জমি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার সেই কালোদিন ৬, ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর এক বছর পূর্ণ হবে। যারা এই ঘটনা জানেন তারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন সম্প্রীতি কাকে বলে। দেগঙ্গার হিন্দুরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছিল কোন দুর্গাপূজো না করে। প্রশাসনের উপর চাপ ছিল কিন্তু প্রশাসন নিরুপায়। কারণ রাজনৈতিক নেতাদের গদীর লোভে অন্ধ সম্প্রীতির মোহ সামাজিক সাম্যের এক প্রহসন। দেওয়াল তুলে শান্তির প্রচেষ্টা প্রহসন কিনা তা সময়ই বলবে।

২৩ জুলাই দেগঙ্গার চট্টল সমিতি এবং বিতর্কিত কবরস্থান কমিটির দুজন করে ডেকে পাঠানো হয় এস. ডি. ও. অফিস থেকে। এখানে উপস্থিত থাকেন এস. ডি. ও. , এস. ডি. পি. ও. , বি. ডি. ও., দেগঙ্গা থানার ও. সি., লোকাল পঞ্চায়েত সভাপতি, চট্টল সমিতির পরিতোষ ঘোষ, বাবলু দে, বিতর্কিত কবরস্থানের রহিম মৌলানা, জাকির মল্লিক, এস. ডি. ও. প্রবাল কুমার মাইতি ও এস. ডি. পি. ও. মেহবুব আখতার এই মিটিং পরিচালনা করেন।

বারাসাত হাসনাবাদ টাকি রোড থেকে চট্টল সমিতির পাড়ায় যে জায়গার উপর দিয়ে যাওয়া হয় মুসলিমদের দাবী ওটা কবরস্থান-র জায়গা। ঐ জায়গাটা ঘিরে দিলে সমিতির পাড়ায় যাবার রাস্তা বন্ধ আর পূজাও হবে না আর মেলা ও করতে পারবে না। ওই জায়গা ঘেরা নিয়েই ২০১০ সালের ইসলামিক তান্ডব শুরু হয়েছিল।

এবছর শান্তির প্রচেষ্টায় প্রশাসন থেকে ঠিক করেছে দুপক্ষকে বসিয়ে বিতর্কিত কবরস্থান ঘিরে দেওয়া হবে। চট্টলপল্লীবাসীদের যাতায়াতের জন্য ১৬ ফুট জায়গা রাস্তার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। এই রাস্তায় যেতে ডান হাতের প্রায় ৯½ বিঘা জমি আশুতোষ ঘোষের। মুসলিমদের বক্তব্য ঐ জমির পাঁচফুট জায়গা নাকি কবরস্থানের তারা তা পাবে। প্রশাসনের বক্তব্য কোন জমি পাবে না। প্রসঙ্গত হিন্দুরা দাবী করে পূজোকে কেন্দ্র করে যে মেলা বসে তার কি হবে। প্রশাসন মনে করছে কিছু জমি আশুতোষবাবুর ওখান থেকে কিনে দেবে কিন্তু তার বক্তব্য কিছু নয় কিনলে পুরো জমিটা কিনতে হবে। প্রশাসন এখানে ঘোষণা করে ২৬ জুলাই দেওয়াল দেওয়া হবে। এলাকার মুসলিমদের মধ্যে একটা ক্ষোভ দানা বাঁধে। আশুতোষ ঘোষের পাঁচফুট জমি তাদের না দিয়ে ঠকানো হয়েছে। স্থানীয় জনতা জানায় মুসলিমদের কিছু অংশের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ তারা জান দিয়ে ঐ পাঁচফুট জমি উদ্ধার করবে। এরই বহিঃপ্রকাশ ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় কয়েক'শ মুসলিম দেগঙ্গা থানায় যায় পাঁচ ফুট জমির দাবি নিয়ে। থানা তাদের এই অনৈতিক দাবীকে কোন প্রশয় দেয় না।

প্রশাসন তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে ২৬ জুলাই সকাল থেকে প্রায় ৩০০ শ্রমিক নিয়ে সম্পূর্ণ কবরস্থানটি প্রায় পাঁচফুট উচুঁ দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলে। সম্পূর্ণ কাজটা এক দিনে করা হয়। আটটা থানার ও. সি. কয়েক ব্যাটেলিয়ান র‍্যাফ ও পুলিস মোতায়েন করেই কাজটা সম্পূর্ণ করে।

কবতস্থানটি বিতর্কিত এই কারণে বলা হচ্ছে যে স্থানীয় বেশীর ভাগ লোকই জানে জায়গাটা রাণী রাসমনির কি করে কবরস্থান হল তা নিয়ে সকলে এখনও ধোঁয়াসায় সাধারণ মানুষ। শান্তির সম্প্রীতি প্রহসন কারণ গোপাল চুরি করলে চোর, নেপাল চুরি করলে বলা হবে গরীব। গোপালের শাস্তি হবে, নেপালের হবে না তাই শান্তিটা প্রহসনই থেকে যাবে ফাঁসী হবে গোপালদের তাই গোপালরা আর থাকতে পারবে না।

বাগনান হিন্দু মিলন মন্দিরে

জন্মাষ্টমী বন্ধ মুসলমানদের চক্রান্তে

প্রতিবেদক ঃ- হাওড়া জেলার বাগনান থানায় খাদিনানে একটি হিন্দু মিলন মন্দির তথা সরস্বতী ব্যায়ামাগার এলাকার যুবকরা হিন্দু সংহতির মাধ্যমে প্রতিবছর বেশ জাকজমকপূর্ণ ভাবেই জন্মাষ্টমী পূজা ও শোভাযাত্রা করে। গত বছরও এই পূজা ও শোভাযাত্রায় প্রায় হাজারেরও বেশী যুবক অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দু মিলন মন্দিরের এই ব্যায়ামাগার বেশ প্রাণচঞ্চল।

এবছর এই পূজাকে আরও বড় আকারে আয়োজন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে হিন্দু যুবকরা কয়েকদিন থেকেই চাঁদা সংগ্রহ করছিল। গত ১৮ আগষ্ট একটি ফল বোঝাই লরিতে চাঁদা কাটাকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। সদস্যদের অভিযোগ চাঁদা দেবেনা উল্টে জাতপাত তুলে গালিগালাজ করে, প্রতিবাদ করলে রড বের করে মারার হুমকি দেয়। ছেলেদের সঙ্গে বচসা হাতাহাতি হয়, কিছু ছেলে নিজেদের সদস্যদের বাধা দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে নিলে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে যায়। কিছু সময় পরে ১০/১২ জন লাঠি, রড নিয়ে মিলন মন্দিরের ব্যায়ামাগারে ব্যায়ামরত ছেলেদের উপর আক্রমণ করে। তখন ৪ জন ছেলে ভেতরে বায়াম করছিল। তারা এই অসভ্যতাকে সহ্য না করে একটু ভদ্র পাঠের শিক্ষা দেয়, তাতে দুজন আক্রমণকারী একটু আহত হয়।

এরপর পার্শ্ববর্তী খাদিনান ও চন্দ্রপুরের খাঁ পাড়া থেকে ৩০০/৪০০ জন আক্রমণ করতে আসার খবর আসে এবং তারা অস্ত্রশস্ত্রের সাথে বোমও নিয়ে আসে। হিন্দু যুবকরাও ১০০/১৫০ জড়ো হয়ে যায়। উভয় পক্ষে খন্ড যুদ্ধ বেধে যায়। আক্রমণকারী মুসলিমরা আশ্রম লক্ষ্য করে কয়েকটি বোমাও ছোঁড়ে। তবে হিন্দু যুবকদের কঠিন প্রতিরোধে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর তৃতীয় দফায় সন্ধ্যা প্রায় ৭ টার সময় বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলিম বিভিন্ন এলাকা দিয়ে আক্রমণ করলে কয়েকটি হিন্দু দোকানঘর ভাঙচুর হয়। পুলিশের ওপরও তারা আক্রমণ করে। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়।

পরদিন শুক্রবার মুসলমানরা ৬ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দুপুরের নামাজ পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই উপলক্ষে হাওড়া জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার মত মুসলিম জড়ো হয়। পুলিশ ও র‍্যাফ বিশাল সংখ্যায় মোতায়েন থাকে। ১৪৪ ধারা অমান্য করে মুসলমানরা বিভিন্ন হিন্দুগ্রামে ঢোকার চেষ্টা করলে র‍্যাফ লাঠি চার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় ১৯/২০ আগষ্ট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি রাখা হয়।

রবিবার ২১ আগষ্ট বাগনান ১ নং বিডিও অফিসে সর্বদলীয় বৈঠক বসে। বৈঠকে এম.পি.

শেষাংশ ২ পাতায়

বন্দেমাতরম্ থেকে দূরহস্ত -বুখারী

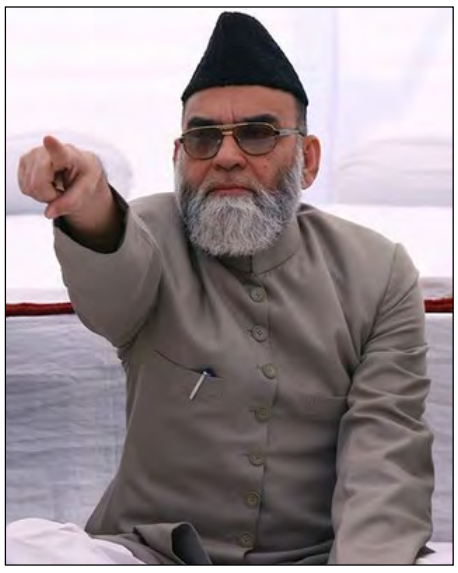

নয়া দিল্লী ঃ দিল্লী জামা মসজিদের শাহী ইমাম সৈয়দ আহমেদ বুখারী মুসলিমদের আল্লার আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ তাঁর যুদ্ধ নিনাদ বন্দে মাতরম্ এবং ভারত মাতাকি জয় — ইসলাম বিরোধী।

বুখারীর কথায়, 'ইসলাম রাষ্ট্র বা ভূমির বন্দনাকে ক্ষমা করে না। এমন কি, যে মা তার শিশুকে পেটে ধরে ন'মাস লালন পালন করেছেন, সেই মায়ের বন্দনাও নয়। তাই মুসলিমরা তাদের ধর্মের মূলনীতির বাহিরে গিয়ে কি করে আন্নার যুদ্ধের আহ্বান যোগ দেবে? আমি তাদের উপদেশ দিয়েছি এদের থেকে দূরে থাকতে।' কংগ্রেসী নেতারা প্রকাশ্যে যে কথা বলেন না তাহল, আন্নার আন্দোলন থেকে মুসলমানেরা দূরে রয়েছে। আর এই বক্তব্যই বুখারীরও। অথচ বুখারী মোটেই কংগ্রেসের কাছের লোক নন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় রণ নির্ঘোষ ছিল 'বন্দে মাতরম্' তখন থেকেই 'বন্দে মাতরম্' মুসলিম- বিরোধী বলে শতাব্দীর বিতর্কের বিষয়। সাম্প্রতিক কালে অস্কার বিজেতা সঙ্গীত পরিচালক এ.আর. রহমানের এ্যালবাম 'মা তুঝে সালাম' গানটি খ্যাতি লাভ করলে সংখ্যাগুরুদের মধ্যে আবার নূতন করে উন্মদনা ছড়ায়।

এদিকে আন্না ঘনিষ্টদের মধ্যে আছেন প্রশান্তভূষন এবং শান্তিভূষণের মত আইনজ্ঞরা যাঁরা গুজরাট দাঙ্গায় নরেন্দ্র মোদীর হাত আছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে ডান্ডা বাগিয়েছিলেন। তবুও বুখারী আন্নার পাশে না এসে মনে করেন, ভ্রষ্টাচার নয় সাম্প্রদায়িকতাই দেশের অভিশাপ। আন্না তাঁর এজেন্ডায় সাম্প্রাদায়িকতাকে স্থান দিলে তাঁর সদিচ্ছা নিয়ে সংশয় থাকত না। তিনি আন্দোলন নয়, রাজনীতি দলের হয়ে কাজ করছেন। লাখ লাখ টাকা কোথা থেকে পাচ্ছেন? সারা দেশ জুড়ে তাঁর লাখ খানেকের বেশী লোক নেই। অথচ এদেশে মুসলিমদের সংখ্যা ১৩ কোটি। তাহলে আন্দোলনে জনসমুদ্র হয় কি করে?

আমাদের কথা

দশ হাজার ও একটি মাদ্রাসা

সম্প্রতি এ রাজ্যের ধর্মভীরু মুসলমানদের দাবীর প্রেক্ষিতে ১০ হাজারেরও বেশি অস্বীকৃত মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে নাকি মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি হবে। মাদ্রাসা নিয়ে কোন বিবাদ নেই সত্যি যদি মাদ্রাসায় উন্নত বিশ্বমানের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই মাদ্রাসায় পরিনত করা হোক। আর মাদ্রাসায় কি পড়ানো হয় তা কি কোন বাবু মশায় জানেন? জানেন না এমন তো নয় কিন্তু করবেন কি গদীর নেশা। সম্প্রতি পবিত্র ঈদ-এ কলকাতায় সমবেত ইমামরা আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে কেমন হুমকী দিয়েছেন তা রাত ১০.৩০টার নিউজ চ্যানেল এ দেখায় কেউ বলছেন উর্দুকে রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা, কেউ বলছেন ১০০ দিন হলো আমরা কি পেলাম, আবার অনেকে বলছেন ৩৪ বছরের সরকারকে আমরা সরিয়েছি এ সরকারকেও আমরা সরিয়ে দেব। কি সে তারা সন্তুষ্ট হবেন?

মাদ্রাসার শিক্ষা ইসলামী শিক্ষা, ভাষান্তরে কোরান ও হাদিসের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার জন্ম। পরিনতি পাকিস্তান, আফগানিস্থানে রূপান্তর। কে হবে কোটিপতির হটসিটে সৌরভ গাঙ্গুলী যদি কোন ছাত্রকে তিনটি অপশন দিয়ে বলে তুমি কোথায় পড়বে আলিয়া মাদ্রাসা, জে এন ইউ না খড়গপুর, যদি অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন দেশে যাবে? দু'জনের মধ্যে নিশ্চয়ই একজনকেও এমন পাওয়া যাবে না যে বলবে আমি মাদ্রাসা বা কোন ইসলামিক দেশে পড়তে যাব। যাক তবু মাদ্রাসা চাই কারণ মুসলমানের উন্নতি নয়, ইসলামের উন্নতি, আর নেতাদের গদী, পরিনতি মানবতা বিনষ্ট।

২৫ (১) ধারায় জনশৃঙ্খলা, সুনীতি ও স্বাস্থ্য এবং এই ভাগের অন্য বিধানাবলীর অধীনে সংবিধানে ধর্ম স্বীকার, আচরণ ও প্রচার করিবার অধিকার প্রদান করে। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন বিভিন্ন মিশনারী স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশন, বিদ্যাভারতী সকলেই পঠন পাঠন হয় রাজ্য বোর্ড অথবা কেন্দ্রীয় বোর্ডের মাধ্যমে। মাদ্রাসার জন্য আলাদা বোর্ড কেন? আলাদা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনই বা কেন? তাহলে এই হিন্দু আর মুসলিম ভেদটা জিওনো থাকবে? মমতার মাধ্যমেও কি সমতায় ফেরা হবে না?

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু ২০০২ সালের জানুয়ারী মাসে বলেছিলেন 'মাদ্রাসায় মুসলমান জঙ্গী তৈরী হচ্ছে'। পরে পার্টির চাপে তিনি সে কথা বেমালুম অস্বীকার করেন। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থায় ধর্ম ভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা যে বেআইনী সেটা তিনি বুঝেছিলেন, কিন্তু ভোট-রাজনীতির জন্য সত্যি কথাটা বলতে পারেননি।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আকড়া হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মহম্মদ মোরসালিনের একটি প্রবন্ধ 'প্রগতি' পত্রিকার ঈদ সংখ্যা ২০০৫ -তে প্রকাশিত হয়। 'সত্য মিথ্যা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পরেই ইসলামিক মানসিকতার রোষে শিক্ষক মহাশয় হলেন আক্রান্ত, লন্ড ভন্ড হল তার বাড়ী পরিবার নিয়ে ভীত শিক্ষক। মুক্ত মনের এই শিক্ষক ইসলামী মানসিকতার কাছে পরাজিত।

১৯৭৭ সালে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৩৮৮, তা ২০১০ -এ বেড়ে হয়েছে ৪.৫০.০০০, ১০০ গুন বৃদ্ধি! টাকা খরচ বেড়েছে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার থেকে ৬১০ কোটি! হয়ত বা আরো বেশী। এই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কতিপয় মুক্তমনা মুসলমান যেমন গিয়াসুদ্দিন (ধর্মমুক্ত মানবতাবাদী সংগঠন) লেখেন ' মুসলিম সমাজ আজ যে সবচেয়ে বেশী পশ্চাৎপদ তার অনেকাংশে দায়ী এই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা এবং মুসলিমসমাজের মাদ্রাসা সংস্কৃতি'। এই ভয়াবহ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারণ ঘটেছে কলকাতায় আলিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) মাদ্রাসা স্থাপনে যেখানে মাদ্রাসার মতন আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইসলামী রীতি মেনে ছাত্রীদের বোরখা পরা বাধ্যতামূলক করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদেরও বোরখা পরার ফতোয়া জারী করেছে মাদ্রাসা ছাত্র সংগঠন। মুসলিম শিক্ষিকা শিরিন মিদ্যা তা মানতে অস্বীকার করায় তাকে ক্লাস নিতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে তাকে সল্টলেক ক্যাম্পাসে বদলি করা হয়।

আমাদের নেতা নেতৃরা বুদ্ধিজীবিরা তাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মুসলমানের উন্নয়নের নামে ইসলামের কাছে মাথা নত করছেন। মুসলমান কেমন উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়তে পারেন তার দুটি মডেল তো পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। নেতারা মুসলমানের উন্নয়নের নামে বাকী ভারতকেও আর এক তালিবানি পাকিস্তান বানাবার পথে এগচ্ছেন? মানুষের চিকিৎসার জন্য যেমন এ্যানাটমি ভালোভাবে জানা দরকার তেমনই রাজনেতাদের ইসলামিক (এ্যানাটমি) কোরান, হাদিসটা একটু বিশেষভাবে জানা দরকার। প্রখ্যাত লেখক আনোয়ার শেখ এবং আলি সিনা বলেছেন ইসলামের শরিয়তি রাজ ফ্যাসীবাদের থেকেও ভয়ংকর। এর কাছে গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা নির্মমভাবে কচুকাটা হবে। পশ্চিমবঙ্গ কি সেই দিকে এগোচ্ছে!!!!!

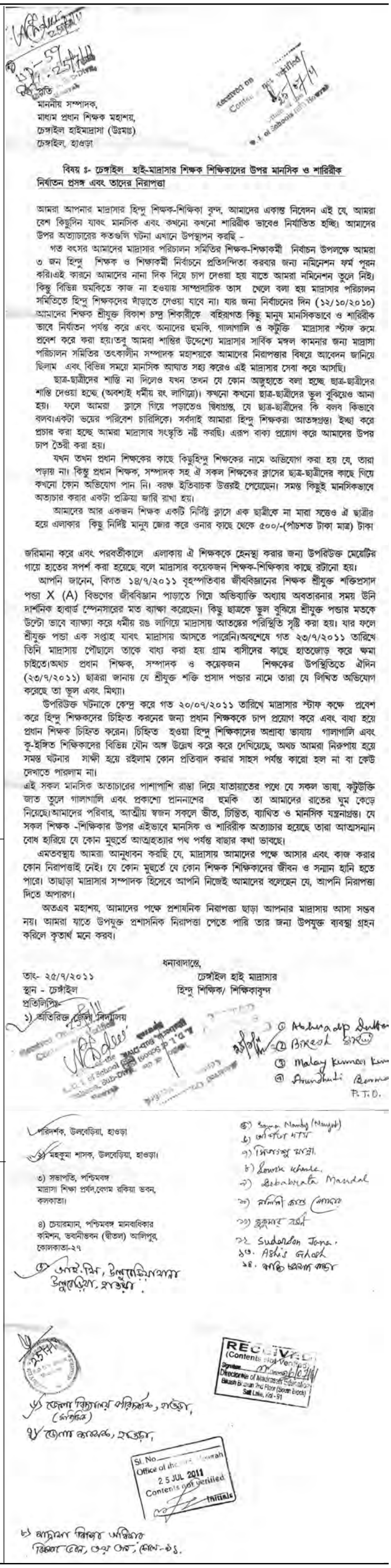

প্রথম পাতার শেষাংশ

....জন্মাষ্টমী বন্ধ

সুলতান আহমেদ, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর প্রতিনিধি, ফুরফুরা শরীফের প্রতিনিধি, প্রত্যুষ ঘোষ, দেবানন্দ ঘোষ, সোমনাথ হালদার এরা সকলেই মুসলমানদের হয়ে কথা বলেন। সিপিএম নেতা আক্কেল আলি, সাহাবুদ্দিন মনিরুল ইসলাম-রা হিন্দুদের উপর পুলিশি দমন পীড়ন চালানোর জন্য চাপ তৈরী করেন। ব্যায়ামাগারের সদস্যদের অভিযোগ উক্ত মিলন মন্দিরের সভাপতি প্রনয় কুমার গাঙ্গুলী নিজ ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কয়েকজন সদস্যকে গ্রেফতার করাতে প্রচ্ছন্ন মদত দেন। ঐদিন সকালেই পুলিশ হিন্দু সংহতির কর্মী প্রেমাংশু রানাকে গ্রেফতার করে। তল্লাসীর নামে বেশ কিছু হিন্দু বাড়িতে অত্যাচার ও ভাঙচুর করে। মুসলিম পাড়ায় কোন তল্লাসী হয় না। পুলিশকে আক্রমণের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া সকল মুসলমানকেই রবিবার ছেড়ে দেওয়া হয়।

২৫ আগষ্ট বাগনান থানা থেকে এলাকায় শান্তি মিছিল বের করে। অধিকাংশ হিন্দুরা এর থেকে দুরে থাকে। আটক প্রেমাংশু ২৬ আগষ্ট পুলিশি হেপাজত থেকে ছাড়া পায়। এলাকা শান্ত হলেও শান্তি আছে কিনা সময়ই বলবে।

আশরাফের ফাঁসির আদেশ বহাল

মহম্মদ আরিফ ওরফে আশরফ, লালকেল্লায় ২০০০ সালে জঙ্গি হামলায় নায়ক। ২০০০ সালের ২২ ডিসেম্বর লালকেল্লায় হামলা চালায় জঙ্গিরা। এই হামলায় ২ জন সেনা-সহ ৩ জন নিহত হন। এই হামলায় লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি আশঢ়রফকে মৃত্যুদন্ড দেয় দায়রা আদালত। দিল্লী হাইকোর্টেও সেই রায় বহাল থাকে। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল আসরাফ। সংবাদ পি.টি.আই. সূত্রে জানা যায় সেই আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

জমি দখল নিয়ে ৬ জন আহত

কৃষ্ণনগর, ২১ আগষ্ট ২০১১। নাকাশিপাড়া থানার লঙ্কাপাড়ার খিদিরপুর গ্রামে প্রায় ৫০ বিঘা কৃষি জমি কতিপয় দুষ্কৃতি জবর দখল করতে এলে ৪ জন গ্রামবাসী এবং ২ জন দুষ্কৃতি আহত হয় এবং ১ টি বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হয়। রাকেশ শেখ এবং রফিক শেখ গুরুতর হয়ে শক্তিনগর হাসপাতালে ভর্ত্তি। ঘটনার সূত্রপাত হল দুই কুখ্যাত জমি মাফিয়া ১৮ আগষ্ট দে পরিবারের ৫০ বিঘা জমির উপর রাতারাতি বাঁশ-দরমার শতাধিক কুঁড়ে ঘর তৈরী করে। পরদিন আশপাশের গ্রাম থেকে ওখানে থাকতে এলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মারামারি শুরু হয়। ২০ শে আগষ্ট মিহির দে আলতাফ শেখ এবং আবু তালেব মন্ডলের নামে থানায় এফ. আই.আর. করেন। ঐ দু'জনেই বর্ত্তমানে ফেরার। আবু তালেব মন্ডল সুধাকরপুর হাই স্কুলের শিক্ষক এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নাকাশিপাড়া ব্লকের সংখ্যালঘু সেলের আহ্বায়ক।

হুজী জঙ্গী ধরা পড়ল বিহার থেকে

পাটনা ১৭.০৭.২০১১। মুম্বাইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরনের পরে দুষ্কৃতিদের খোঁজে দেশজুড়ে তল্লাশী চলার সময় বিহারের কিষানগঞ্জ থেকে দুই ব্যক্তি ধরা পড়ে। প্রধান দুষ্কৃতি হিসাবে মনে করা হচ্ছে হরকত-উল- জিহাদ-আল-ইসলামি (হুজি)-র মহম্মদ রিয়াজুল সরকার। আদি বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুরে। জবানবন্দীর সময় সে প্রথমে নিজেকে এক গুজরাতি, নাম আকাশ খান বলে পরিচয় দেয়। পরে নিজের আরও নাম ঠিকানা বলে। পুলিশের ডিজি নিলমনি জানান, এ কানাড়া, গুজরাতি এবং বাংলা জানে। তার কাছ থেকে তিনটি মোবাইল এবং মারাঠী ভাষায় লেখা কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। গত ৭ দিন সরকার যে বাড়ীতে ছিল, তার মালিক মহম্মদ মহতাব আলমকেও আটক করা হয়েছে।

কয়েকদিন আগে কিষানগঞ্জ জেলা থেকে জাল পাশপোর্টধারী এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মহম্মদ রহিমুদ্দীনের নামের পাশপোর্টে মহম্মদ তাবারেজের ছবি। রহিমুদ্দী, পিতা আজশহিনের নামের পাশপোর্ট ২০০৬ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ অফিস থেকে দেওয়া হয়েছিল। (হিন্দুস্থান টাইমস্)

প্রতি
মাননীয় সম্পাদক,
মাধ্যম প্রধান শিক্ষক মহাশয়,
চেঙ্গাইল হাইমাদ্রাসা (উঃমাঃ)
চেঙ্গাইল, হাওড়া

বিষয় ঃ- চেঙ্গাইল হাই-মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপর মানসিক ও শারিরীক নির্যাতন প্রসঙ্গ এবং তাদের নিরাপত্তা

আমরা আপনার মাদ্রাসার হিন্দু শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ, আমাদের একান্ত নিবেদন এই যে, আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ মানসিক এবং কখনো কখনো শারিরীক ভাবেও নির্যাতিত হচ্ছি। আমাদের উপর অত্যাচারের কতগুলি ঘটনা এখানে উপস্থাপন করছি -

গত বৎসর আমাদের মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নির্বাচন উপলক্ষে আমরা ৩ জন হিন্দু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নির্বাচনে প্রতিদন্দিতা করবার জন্য নমিনেশন ফর্ম পূরন করি।এই কারনে আমাদের নানা দিক দিয়ে চাপ দেওয়া হয় যাতে আমরা নমিনেশন তুলে নিই। কিন্তু বিভিন্ন হুমকিতে কাজ না হওয়ায় সাম্প্রদায়িক তাস খেলে বলা হয় মাদ্রাসার পরিচালন সমিতিতে হিন্দু শিক্ষকদের দাঁড়াতে দেওয়া যাবে না। যার জন্য নির্বাচনের দিন (১২/১০/২০১০) আমাদের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিকাশ চন্দ্র শিকারীকে বহিরাগত কিছু মানুষ মানসিকভাবে ও শারিরীক ভাবে নির্যাতন পর্যন্ত করে এবং অন্যদের হুমকি, গালাগালি ও কটুক্তি মাদ্রাসার স্টাফ রুমে প্রবেশ করে করা হয়।তবু আমরা শান্তির উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার সার্বিক মঙ্গল কামনার জন্য মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির তৎকালীন সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আবেদন জানিয়ে ছিলাম এবং বিভিন্ন সময়ে মানসিক আঘাত সহ্য করেও এই মাদ্রাসার সেবা করে আসছি।

ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি না দিলেও যখন তখন যে কোন অজুহাতে বলা হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে (অবশ্যই ধর্মীয় রং লাগিয়ে)। কখনো কখনো ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল বুঝিয়েও আনা হয়। ফলে আমরা ক্লাসে গিয়ে পড়াতেও দ্বিধাগ্রস্ত, যে ছাত্র-ছাত্রীদের কি বলব কিভাবে বলব।একটা ভয়ের পরিবেশ চারিদিকে। সর্বদাই আমারা হিন্দু শিক্ষকরা আতঙ্গগ্রস্ত। ইচ্ছা করে প্রচার করা হচ্ছে আমরা মাদ্রাসার সংস্কৃতি নষ্ট করছি। এরূপ বাক্য প্রয়োগ করে আমাদের উপর চাপ তৈরী করা হয়।

যখন তখন প্রধান শিক্ষকের কাছে কিছুহিন্দু শিক্ষকের নামে অভিযোগ করা হয় যে, তারা পড়ায় না। কিন্তু প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক সহ ঐ সকল শিক্ষকের ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গিয়ে কখনো কোন অভিযোগ পান নি। বরঞ্চ ইতিবাচক উত্তরই পেয়েছেন। সমস্ত কিছুই মানসিকভাবে অত্যাচার করার একটা প্রক্রিয়া জারি রাখা হয়।

আমাদের আর একজন শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট ক্লাসে এক ছাত্রীকে না মারা সত্তেও ঐ ছাত্রীর হয়ে এলাকার কিছু নির্দিষ্ট মানুষ জোর করে ওনার কাছে থেকে ৫০০/-(পাঁচশত টাকা মাত্র) টাকা জরিমানা করে এবং পরবর্তীকালে এলাকায় ঐ শিক্ষককে হেনস্থা করার জন্য উপরিউক্ত মেয়েটির গায়ে হাতের সপর্শ করা হয়েছে বলে মাদ্রাসার কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে রটানো হয়।

আপনি জানেন, বিগত ১৪/৭/২০১১ বৃহস্পতিবার জীববিজ্ঞানের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শক্তিপ্রসাদ পন্ডা X (A) বিভগের জীববিজ্ঞান পাড়াতে গিয়ে অভিব্যাক্তি অধ্যায় অবতারনার সময় উনি দার্শনিক হার্বার্ড স্পেনসারের মত ব্যাক্ষা করেছেন। কিছু ছাত্রকে ভুল বুঝিয়ে শ্রীযুক্ত পন্ডার মতকে উল্টো ভাবে ব্যাক্ষ্যা করে ধর্মীয় রঙ লাগিয়ে মাদ্রাসায় আতঙ্কের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। যার ফলে শ্রীযুক্ত পন্ডা এক সপ্তাহ যাবৎ মাদ্রাসায় আসতে পারেনি।অবশেষে গত ২৩/৭/২০১১ তারিখে তিনি মাদ্রাসায় পৌঁছালে তাকে বাধ্য করা হয় গ্রাম বাসীদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে।অথচ প্রধান শিক্ষক, সম্পাদক ও কয়েকজন শিক্ষকের উপস্থিতিতে ঐদিন (২৩/৭/২০১১) ছাত্ররা জানায় যে শ্রীযুক্ত শক্তি প্রসাদ পন্ডার নামে তারা যে লিখিত অভিযোগ করেছে তা ভুল এবং মিথ্যা।

উপরিউক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ২০/০৭/২০১১ তারিখে মাদ্রাসার স্টাফ কক্ষে প্রবেশ করে হিন্দু শিক্ষকদের চিহ্নিত করনের জন্য প্রধান শিক্ষককে চাপ প্রয়োগ করে এবং বাধ্য হয়ে প্রধান শিক্ষক চিহ্নিত করেন। চিহ্নিত হওয়া হিন্দু শিক্ষিকাদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এবং কু-ইঙ্গিত শিক্ষিকাদের বিভিন্ন যৌন অঙ্গ উল্লেখ করে করে দেখিয়েছে, অথচ আমরা নিরুপায় হয়ে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইলাম কোন প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত কারো হল না বা কেউ দেখাতে পারলাম না।

এই সকল মানসিক অত্যাচারের পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের পথে যে সকল ভাষা, কটুউক্তি জাত তুলে গালাগালি এবং প্রকাশ্যে প্রাননাশের হুমকি তা আমাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।আমাদের পরিবার, আত্মীয় স্বজন সকলে ভীত, চিন্তিত, ব্যাথিত ও মানসিক যন্ত্রনাগ্রস্ত। যে সকল শিক্ষক -শিক্ষিকার উপর এইভাবে মানসিক ও শারিরীক অত্যাচার হয়েছে তারা আত্মসন্মান বোধ হারিয়ে যে কোন মুহুর্তে আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বাছার কথা ভাবছে।

এমতবস্থায় আমরা আনুধাবন করছি যে, মাদ্রাসায় আমাদের পক্ষে আসার এবং কাজ করার কোন নিরাপত্তাই নেই। যে কোন মুহুর্তে যে কোন শিক্ষক শিক্ষিকাদের জীবন ও সন্মান হানি হতে পারে। তাছাড়া মাদ্রাসার সম্পাদক হিসেবে আপনি নিজেই আমাদের বলেছেন যে, আপনি নিরাপত্তা দিতে অপারগ।

অতএব মহাশয়, আমাদের পক্ষে প্রশাষনিক নিরাপত্তা ছাড়া আপনার মাদ্রাসায় আসা সম্ভব নয়। আমরা যাতে উপযুক্ত প্রশাসনিক নিরাপত্তা পেতে পারি তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করিলে কৃতার্থ মনে করব।

ধন্যবাদান্তে,
চেঙ্গাইল হাই মাদ্রাসার
হিন্দু শিক্ষিক/ শিক্ষিকাবৃন্দ

তাং- ২৫/৭/২০১১
স্থান - চেঙ্গাইল

প্রতিলিপিঃ-
১) অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, উলবেড়িয়া, হাওড়া
২) মহকুমা শাসক, উলবেড়িয়া, হাওড়া।
৩) সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রর্ষদ,বেগম রকিয়া ভবন, কলকাতা।
৪) চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন, ভবানীভবন (দ্বিতল) আলিপুর, কোলকাতা-২৭

শ্যামাপ্রসাদ - কাশ্মীর - প্যালেস্টাইন - আমেরিকা

তপন কুমার ঘোষ

২০০৪ এর নির্বাচন জিতলে ভারতের রাজনীতিতে বাজপেয়ীর অবস্থান আরও উজ্জ্বল আরও মজবুত হত। আর, সংঘ পরিবারের নিয়ন্ত্রণের অনেক ঊর্ধে চলে যেতেন তিনি। (এমনিতেই তাঁর উপর সংঘের নিয়ন্ত্রণ খুউউব কম ছিল—ওয়াকিবহাল মহলের সবাই সেকথা জানে; আমিও ব্যক্তিগত ভাবে তার সাক্ষী)। তখন কাশ্মীর নিয়ে বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিতে তিনি কোন দ্বিধা করতেন না। কিন্তু নির্বাচনের এই অপ্রত্যাশিত ফলের জন্য তাঁরও আর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া হল না। কাশ্মীরও আপাততঃ বেঁচে গেল।

কিন্তু আমেরিকা হাল ছাড়েনি। কারণ, এটা তাদের প্রাণের দায়। তাই তাদের চিরাচরিত কৌশলমত এক খিলাড়ীকে দিয়ে কাজ না হলে অন্য খিলাড়ীকে তারা ধরে। সুতরাং, এখন সোনিয়া-মনমোহনকে দিয়ে তারা ওই কাজ করাতে চাইছে। এবার আডবানির মুখ খুলেছে। তিনি জানিয়েছেন যে কংগ্রেস তলায় তলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে কাশ্মীরকে স্বায়ত্ব শাসন দেওয়ার এবং ১৯৫৩ পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে আনার। এর বিরুদ্ধে তিনি কংগ্রেসকে সাবধান করে দিয়েছেন। অবশ্য বিজেপি-র আর কোন নেতার মুখে এসব কথা এখনও শোনা যায়নি। সুতরাং, আডবানির এই হুমকি কতটা বাস্তবে রূপ নেবে, বলা কঠিন। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে আন্না হাজারে ও বাবা রামদেব বিজেপি-র পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে কংগ্রেসের চূড়ান্ত দুর্নীতি ও কুকর্মের জন্য বিজেপি ভোট পেলেও তাদের আহ্বানে সাধারণ মানুষ আর রাস্তায় নামে না। সুতরাং মোদ্দা কথা হল, কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুসলমানদের ঘায়ে মলম পট্টি লাগানোর চেষ্টা আমেরিকা এখন সোনিয়া-মনমোহনের সরকারকে দিয়ে চালাচ্ছে।

ইজরায়েল ও ভারতকে নিয়ে আমেরিকা একই খেলা খেললেও এই দুই দেশের মধ্যে একটা বড় তফাৎ আছে। ইজরায়েল তাদের দখল করা জমি (গাজা পট্টি) ফেরৎ দিয়েছে মুসলমানদেরকে। এতে তাদের সীমারেখার নিরাপত্তায় কিছুটা প্রভাব পড়লেও তাদের জাতীয় সংহতি ও অখন্ডতায় কোন প্রভাব পড়েনি। কিন্তু ভারতের বিষয়টা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কাশ্মীর ভারতের দখল করা জায়গা নয়, ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কাশ্মীর যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সেই ঘটনা ভারতের সমস্ত মুসলিম প্রধান স্থানগুলির (তা জেলা, ব্লক, অঞ্চল বা গ্রাম যাই হোক না কেন) মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবকে আরও উস্‌কে দেবে। কোরান বর্ণিত দারুল-ইসলামের শিক্ষার জন্য পৃথিবীর সমস্ত অমুসলমান দেশেই মুসলিমদের মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব আছে —এটা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অমুসলিম কোন দেশেই তারা জাতীয়তাবাদে উদ্দীপ্ত নয়। বরং তারা আরব প্রেমে মশগুল। তাই এ দেশের স্নিগ্ধ নদীর থেকে আরবের মরুভূমি তাদের কাছে প্রিয়। সুতরাং, ভারতের যত গ্রাম শহর গঞ্জে, ব্লকে বা জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা ভাববে — মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কাশ্মীর যদি আজাদি পায়, তাহলে আমরা পাব না কেন? সুতরাং, এই পদ্ধতিতে, অর্থাৎ স্বায়ত্বশাসন দিয়ে এক কাশ্মীরের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ভারতে হাজার হাজার ছোট বড় কাশ্মীর গজিয়ে উঠবে। ভারতের জাতীয় সংহতি ও অখন্ডতা হবে হাজার কন্টকে বিদ্ধ, ক্ষত বিক্ষত, রক্তাক্ত। এক কথায় আমাদের জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়ে উঠবে।

তাই কাশ্মীর ভারতের জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে শুধু একটা দুর্বলতম অংশ মাত্র নয়। কাশ্মীর হল ভারতের জাতীয় সংহতির শৃঙ্খলে (Chain) দুর্বলতম আংটা। এই আংটা ভেঙে গেলে শুধু ভারতের একটি অংশ চলে যাবে না, গোটা দেশের সংহতির শৃঙ্খলটাই ছিঁড়ে যাবে, অর্থাৎ ভারত খন্ড বিখন্ড হয়ে যাবে। একথা আর কেউ বুঝুক আর না বুঝুক, শ্যামাপ্রসাদ অনেক আগেই বুঝেছিলেন। তাই শুধু কাশ্মীরকেই নয়, ভারতকে বাঁচাতে তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন। তাই আসুন, বিশ্ব ইসলামের ওই জুনুন ও আমেরিকার ষড়যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামাপ্রসাদের সেই বলিদানের কথা স্মরণ করে আমরা সবাই আবার একবার বুক টান করে বলি, যহাঁ হুয়ে বলিদান মুখার্জ্জী — ওহ কাশ্মীর হামারা হ্যায়; জিস্ কাশ্মীর কো খুন সে সীঁচা — ওহ কাশ্মীর হামারা হ্যায়। *(সমাপ্ত)*

কিভাবে ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে হবে ঃ একটি বিশ্লেষণ

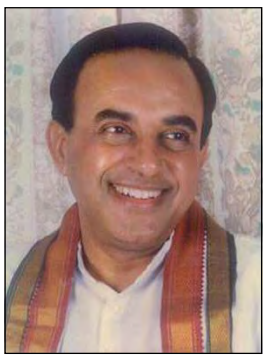

ডঃ সুব্রামনিয়াম স্বামী

১৬ই জুলাই, ২০১১ শনিবার প্রকাশিত / মুম্বাই / এজেন্সী ঃ ডি এন এ

মুম্বাইয়ে ১৩ই জুলাই ২০১১-র বিস্ফোরনের পর ভারতের হিন্দুদের সুনির্দিষ্ট আত্ম জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হিন্দুরা কখনই এইরুপ ভয়ঙ্করভাবে খুন হওয়া বরদাস্ত করতে পারে না। দেশ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ক্রমাগত রক্তপাত অসহ্য। আমার মতে সন্ত্রাসবাদ হচ্ছে অবৈধভাবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের ইচ্ছে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিরুদ্ধে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করা।

ইসলামী সন্ত্রাসবাদ ভারতের জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে এক নম্বর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ২০১২ র পরে ও বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকবে না। তার মধ্যে আমার মনে হয় পাকিস্তান তালিবান খপ্পরে চলে যাবে এবং আমেরিকানরা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। তারপর ইসলাম তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। ইতিমধ্যেই ওসামা বিন লাদেনের উত্তরসুরী আলকায়দার নেতা ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকা নয় ভারতই তার সংগঠনের আক্রমণের মূল লক্ষ্য।

ধর্মান্ধ মুসলমানরা হিন্দু প্রধান ভারতকে 'ইসলামের বিজয়ের অসমাপ্ত অধ্যায়' বলে মনে করে। ইসলামের দ্বারা বিজিত অন্য সমস্ত দেশ ইসলামী আগ্রাসনের দু-দশকের মধ্যে সম্পূর্ণ ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কিন্তু ৮০০ বছরের নৃশংস ইসলামী শাসনের পরেও ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত ভারতে হিন্দু সংখ্যা ছিল ৭৫ শতাংশ। এটাই ধর্মান্ধদের মাথাব্যাথার কারন।

এক অর্থে মুসলমান ধর্মান্ধদের হিন্দুদের আক্রমণ করাকে আমি দোষ দেই না। আমি সেই হিন্দুদের দোষ দেই যারা সনাতন ধর্ম চূড়ান্ত অনুসরনে নিজেকে একাকী করে নেয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু, রাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণ স্ব-সংগঠিত ভাবে কুম্ভ মেলায় জমায়েত হয়। কিন্তু তারাই কাশ্মীর, মাউ, মেলভিশরম এবং মালাপ্পুরমে হিন্দুদের আক্রমণের মুখে পড়তে দেখেও বাড়ির পথ ধরে, অথচ হিন্দুদের সংগঠিত করতে বজ্রমুষ্ঠি তুলে ধরে না। যদি অর্ধেক হিন্দু জাতপাত ও ভাষার উর্দ্ধে উঠে একটা খাঁটি হিন্দু দলকে ভোট দিত তাহলে সংসদ ও বিধানসভায় তাদের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকত।

ভারতের বিরুদ্ধেসাম্প্রতিক ইসলামী সন্ত্রাস বাদের ইতিহাস এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করতে প্রথম শিক্ষা থেকে যেটা জানা যায় তাহল হিন্দুরা হচ্ছে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। মুসলমানরা ক্রমশঃ আরো মৌলবাদী হবার প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী আক্রমণে এগিয়ে আসছে। হিন্দু মননকে দুর্বল করতে এবং গৃহযুদ্ধের ভীতি তৈরী করার জন্যই এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণগুলি সংগঠিত করা হচ্ছে।

হিন্দুদের অবশ্যই সংঘবদ্ধভাবে এর প্রত্যুত্তর দিতে হবে এবং ব্যক্তি হিসাবে একা একা ভাবলে হবে না। কেউ যদি এটা ভেবে সন্তুষ্ট থাকেন যে আমারতো কিছু হয়নি, তবে সেটা হবে সবচেয়ে খারাপ। যদি শুধু হিন্দু হবার জন্যই একজন হিন্দুর মৃত্যু হয়, তবে হিন্দু সমাজের প্রত্যেকেরই একটু হলেও মৃত্যুহয়। বিরাট (একনিষ্ঠ) হিন্দু সমাজের এই মানসিকতাই অত্যন্ত জরুরী।

ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হিন্দু সংঘবদ্ধ চেতনাই আজ আমাদের দরকার। ভারতের মুসলমানরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে যদি তারা সত্যিই হিন্দুদের জন্য অনুভূতিশীল হন। কিন্তু যতক্ষন না তারা মুসলমান হলেও তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের কথা গর্বের সঙ্গে স্বীকার করছে, তাদের বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। যদি কোন মুসলমান তার হিন্দু উত্তরাধিকার স্বীকার করে তবে তাকে বৃহৎ হিন্দু সমাজ বা হিন্দুস্তানের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। হিন্দু এবং যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু তাদের নিয়েই ইন্ডিয়া তথা ভারত তথা হিন্দুস্তান জাতি গঠিত। অন্য যারা এটা অস্বীকার করে অথবা বিদেশীরা যারা নথিভুক্তির মাধ্যমে ভারতের নাগরিত্ব পেয়েছেন তারা ভারতে থাকতে পারেন কিন্তু তাদের ভোটাধিকার থাকা বা জনপ্রতিনিধি হবার অধিকার থাকা উচিত নয়।

প্রতিটি হিন্দুকে একনিষ্ঠ হিন্দু হবার মাধ্যমেই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া আবশ্যিক। এর জন্য প্রত্যেকের হিন্দু চেতনা থাকা দরকার এবং 'ব্যক্তিগত চরিত্র' এবং 'রাষ্ট্রীয় চরিত্র' গঠন অত্যন্ত জরুরী। উদাহরণ স্বরূপ, মনমোহন সিং উচ্চ ব্যক্তিগত চরিত্রের অধিকারী, কিন্তু অর্ধশিক্ষিত সোনিয়া গান্ধীর রাবার ষ্ট্যাম্প হওয়ার এবং প্রতিটি জাতীয় বিষয়ে দূর্বল অবস্থানের জন্য এটা প্রমাণিত যে তার কোন রাষ্ট্রীয় চরিত্র নেই।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার জন্য দ্বিতীয় শিক্ষা হল যে আমরা কখনই ওদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করব না ১৯৮৯ সালে মুফতি মহম্মদ সইদের মেয়ে রুবাইয়া কে ছাড়ানোর জন্য ৫ জন জঙ্গীকে মুক্ত করা এবং ১৯৯৯ সালে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট আই সি-৮১৪ কে ছিনতাই করলে ৩ জন জঙ্গীকে মুক্ত করা ভুল হয়েছিল।

তৃতীয় শিক্ষা হল যে, যেখানে যত ছোট সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হোক না কেন সমগ্র জাতিকে একসঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। যেমন, যখন অযোধ্যা মন্দির আক্রমণ করা হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে প্রতি আক্রমণ করে সেখানে রাম মন্দিন গড়ে তোলা উচিত ছিল।

তথাকথিত উদারপন্থীদের মতে সন্ত্রাসবাদীদের জন্ম ও বেড়ে ওঠার কারণ অশিক্ষা, দারিদ্র, নিপীড়ন এবং বৈষম্য। তারা সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করার বদলে এই চারটি মূল বিষয়কে দূর করার কথা বলেন। এটা একটা বস্তাপচা ধারণা। কারণ ওসামা বিন লাদেন ছিলেন কোটিপতি। টাইমস স্কোয়ারের ব্যর্থ আক্রমণের ঘটনার সংগে জড়িত সন্ত্রাসবাদী শাহজাদ ছিল পাকিস্তানের উচ্চবংশীয় পরিবারের ছেলে এবং আমেরিকার প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বি এ করা।

এটা একটা উদ্ভট ধারণা যে, সন্ত্রাসবাদীদের রোকা যাবে না কারণ তারা যুক্তিহীন এবং মরতে ইচ্ছুক। সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনার রাজনৈতিক লক্ষ্য আছে এবং তাদের খ্যাপামির একটা পদ্ধতি আছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের কার্যকরী কৌশল হল তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে পরাস্ত করতে নিম্নলিখিত রণকৌশল নেয়া উচিত বলে মনে করি।

লক্ষ্য ১ ঃ ভারতকে কাশ্মীর নিয়ে ভয় দেখাও।

কৌশল ঃ সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করতে হবে এবং প্রাক্তন সেনাদের কাশ্মীরে বসতি স্থাপন করে দিতে হবে। হিন্দু পন্ডিতদের জন্য পানুন কাশ্মীর তৈরী করতে হবে। সুযোগ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পাক অদিকৃত কাশ্মীর দখল করতে হবে যদি পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়ে যেতে থাকে তবে বালুচি ও সিন্ধীদের স্বাধীন করার জন্য সাহায্য করতে হবে।

লক্ষ্য ২ ঃ মন্দিরে বিস্ফোরণ ঘটাও, হিন্দু ভক্তদের হত্যা কর।

কৌশল ঃ কাশী বিশ্ব নাথ মন্দির থেকে মসজিদ হঠাতে হবে অন্য ৩০০ হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে তৈরী মসজিদ হঠাতে হবে।

লক্ষ্য ৩ ঃ ভারতকে দার উল ইসলাম বানাও।

কৌশল ঃ অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করতে হবে, সংস্কৃত শিক্ষা ও বন্দেমাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হোক। ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হোক এবং অহিন্দুদের ভোটদানের অধিকার দেয়া হোক যদি তারা গর্বের সাথে তাদের হিন্দু পূর্বপুরুষদের কথা স্বীকার করে। হিন্দু এবং যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু তাদের দেশ হিসাবে ভারতের নাম পরিবর্তন করে হিন্দুস্তান রাখা হোক।

লক্ষ্য ৪ ঃ অবৈধ অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তরকরণ এবং পরিবার পরিকল্পনা না করে ভারতের জনবৈশিষ্ট পাল্টে ফেল।

কৌশল ঃ হিন্দু থেকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ আইন প্রণয়ন করতে হবে। পূনঃধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ হবে না। এটা ঘোষনা করতে হবে যে জন্মের ভিত্তিতে নয় নীতি ও কাজের ভিত্তিতে জাত সৃষ্টি হয়। অহিন্দুদের তাদের পছন্দমত জাতে পূনঃধর্মান্তরকরণে উৎসাহ দিতে হবে, যদি তারা নীতি ও কাজের বিষয়টি মেনে নেয়। ভারতে বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের অনুপাতে বাংলাদেশ থেকে জমি দখল করতে হবে। বর্তমানে সিলেট থেকে খুলনা পর্যন্ত বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জমি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের পূর্নবাসনের জন্য নেয়া যেতে পারে।

লক্ষ্য ৫ ঃ কুরুচিকর লেখা এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও গীর্জা থেকে ক্রমাগত প্রচার করে হিন্দুত্বকে নীচ দেখাও। এর দ্বারা হিন্দুদের স্বাভিমান ধ্বংস করে তাদের বশ্যতা স্বীকারের পর্যায়ে নিয়ে যাও।

কৌশল ঃ হিন্দু স্বাভিমান গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

এইরূপ সুনির্দিষ্ট কৌশলে ভারত ৫ বছরের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী সমস্যার সমাধান করতে পারবে যদি উপরে উল্লিখিত চারটি শিক্ষা অনুযায়ী এগোতে পারে। ভারতকে বাঁচানোর জন্য হিন্দু স্বাভিমানের ভিত্তিতে সাহসী, ঝুঁকিপূর্ণ এবং কঠোর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জরুরী। যদি ইহুদীরা গ্যাস চেম্বারে হেটে যাওয়া ভীত ভেড়ার থেকে মাত্র দশ বছরে তেজস্বী সিংহে রূপান্তরিত হতে পারে তবে ৫ বছরে হিন্দুদের পক্ষে এটা করা কোন কঠিন কাজ নয়। মনে রাখবেন ভারতে এখনও আমরা ৮৩ ।

গুরু গোবিন্দ সিং দেখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে মাত্র ৫ জন অকুতোভয় ব্যক্তি আধ্যাত্মিক প্রেরণায় একটা সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে। এমনকি অর্ধেক হিন্দুও যদি সংঘবদ্ধভাবে হিন্দুর সমস্যা সমাধানে একনিষ্ঠ কোন রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয় তাহলে আমরা পরিস্থির পরিবর্তন করতে সক্ষম হব। গণতান্ত্রিক হিন্দুস্তানকে সন্ত্রাসবাদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে এই রণকৌশলই বর্তমানে চূড়ান্ত কর্তব্য।

(লেখক পূর্বতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং হার্বাডের অর্থনীতির অধ্যাপক।)

পাইকপাড়ার আক্রান্তদের পরিচয় হিন্দু

সংবাদাতাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর থানার লালপুর অঞ্চলের পূর্বরানাঘাটার পাইকপাড়ার ঘটনা। জন্মাষ্টমীর দিন ২২ আগষ্ট রাস্তার ধারে চেয়ার পাতাকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ, সালিসি মিটিংয়েও প্রধানের উপস্থিতিতে মার খেল হিন্দুরা।

পূজা উপলক্ষে রাস্তার পাশে চেয়ার পাতছিল বাপিপাইক। সাউন্ড বক্স চলছিল, বাচ্চারা খেলা করছিল পূর্বরানাঘাটারই সুজা ঘরামী ভ্যান নিয়ে যাচ্ছিল, ভ্যানে তার মা বসাছিল। সুজা একটি চেয়ার ছুড়ে ফেলে দেয়। পূজাস্থলে থাকা খোকন মন্ডল প্রতিবাদ করে — 'চেয়ারটা যদি কোন বাচ্চার গায়ে লাগত' — সুজা তখন মা, বোন ও জাত পাত তুলে গালি পাড়তে থাকে হাতাহাতিও হয়। এরই মধ্যে মা গ্রামে গিয়ে খবর দেয়। দল বেধে বাচ্চা থেকে বুড়ো ৩০০/৪০০ লাঠি, রড ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে।

এরকম ২২ আগষ্ট দফায় দফায় আক্রমণ চলতে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বাড়ী ঘরেও আক্রমণ চলতে থাকে মা, বোনেরা শ্লীলতা রক্ষা করতে পালিয়ে বাঁচে। দিলীপ পাইক-র মেয়ে প্রতিমা পাইককে (১৭) তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। যদিও সফল হয়নি। অবশেষে স্থানীয় প্রধান আবদুর রজ্জাকের কাছে নালিশ জানাতে গেলে দেখছি বলে আশস্ত করে। প্রধান সুজার বাড়ী চলে যায় এবং পাইক পাড়ায় খবর পাঠায় কয়েকজন হিন্দু গেলে ইফতার করার পর বসে ঠিক হয় আজ নয় কাল অর্থাৎ ২৩ আগষ্ট প্রগতি সংঘের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসা হবে।

পূর্ব নির্ধারিত কথা মত সন্ধ্যা ৭ টার সময় বিশিষ্ট জনের উপস্থিতিতে আলোচনা শুরু হয়। শুরু ঠিকই হয় অঞ্চল প্রধান আব্দুর রজ্জাক মহাশয়ও উপস্থিত থাকেন। আলোচনা নয় বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে আক্রমণ শুরু হয়। লাঠি, রড ও মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে প্রধানের উপস্থিতিতেই মার মার করে ঝাপিয়ে পড়ে। দিলীপ পাইক, বাপি পাইক, সুবলা পাইক স্বামী দিলীপ পাইক, যুধিষ্ঠির পাইক, খোকন মন্ডল এরা সকলেই আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হন। হিন্দুরা নিজেদেরকে অসহায় বোধ করে। প্রধান এবং অন্য একজন আখতারউদ্দিন-র কাছে অনুরোধ করে এভাবে ছেলেরা তো বেঘোরে মারা যাবে আপনারা বাঁচান। বাধা দিতে গিয়েও এরা আহত হন।

গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় সকলকে মথুরাপুর থানায় নিয়ে ডায়েরী করা হয়। মথুরাপুর গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়, বাপি পাইকের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়ায় প্রাইভেট চিকিৎসা করানো হচ্ছে।

আক্রমণকারিদের নাম মামুদ আলি ঘরামী, মুছা ঘরামী, সুজা ঘরামী, মুস্তাক ঘরামী, ইস্তাক ঘরামী ও আরো অনেকে। উল্লেখ্য গ্রামের ৬৫ ঘর পাইক পাড়া শুধু হিন্দু তাই তারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। পূজা হলেও পরের দিন দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য গ্রামপরিক্রমা এবার বন্ধ হল। গ্রামের সকলে তৃণমূল হলেও হিন্দু হবার অপরাধেই মার খেল। তাই পরিচয়টা তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি বা এসইউসিআই নয় হিন্দু !!!

মহম্মদ আফজলের ফাঁসি !

মহম্মদ আফজল, আফজল গুরু নামে পরিচিত। দেশপ্রেমীরা ফাঁসি চায় কারন আফজল তাদের কাছে সন্ত্রাসী। দেশবিরোধীদের কাছে গুরু তাই তারা, তার হয়ে ওকালতি করে। গনতন্ত্রের পীঠস্থান বা মন্দির হল সংসদ, সেটাকে যারা ধ্বংস করতে চায় তাদের জন্য কিসের মানবতা। তাইত এক দশক পার করেও ভারতের কোন আইন এখনও তাকে ফাঁসি দিতে পারল না। প্রসঙ্গত ২৯ মার্চ ২০০৭ একদিনেই বাংলাদেশ বাংলা ভাই সহ ছয়জন সন্ত্রাসীকে ফাঁসি দেয়।

১৩ ডিসেম্বর ২০০১ সংসদ হামলা করে জঙ্গী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ ও লস্কর-ই-তৈবার সন্ত্রাসীরা। সুরক্ষা কর্মীদের সঙ্গে গোলাগুলিতে ৫ জন সন্ত্রাসী, ৬ জন সুরক্ষাকর্মী যার মধ্যে ১ জন মহিলা কনস্টেবল কমলেশ কুমারী ও একজন সাধারণ কর্মী মারা যায়। ডিসেম্বরেই মূল পান্ডা মহম্মদ আফজল। দিল্লী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক গিলানি সহ আফজলের কাজিন ধরা পড়ে। বাকিরা কিছুদিন জেল খেটে ছারা পেয়ে গেছে। অধ্যাপক গিলানি বিচ্ছিন্নতাবাদী হুরিয়তে হয়ে স্বাধীন কাশ্মীরের প্রচার করছেন। একমাত্র মহম্মদ আফজলের সংসদ হামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ২০০২ সালের ২৮ ডিসেম্বর দিল্লীর নিম্ন আদালত ফাঁসির আদেশ দেয়। পরের বছর ২০০৩ অক্টোবরে দিল্লির হাইকোর্ট ও সেই আদেশ বহাল রাখে। পরের বছর ২০০৪ সালে সুপ্রিম কোর্টে গেলে তা খারিজ হয়ে যায়। দিল্লির সেশন কোর্ট ২০ অক্টোবর ২০০৬ সালে তিহার জেলে আফজলের ফাঁসির দিনক্ষও ঘোষনা করে দেয়। প্রাণভিক্ষার আবেদন জানান রাষ্ট্রপতির কাছে আফজল ও তার স্ত্রী তবাসুমও। এর পরে নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মত জানতে চায়। কেন্দ্র আবার দিল্লির মত জানতে চায়। তাদের কাছেই বিষয়টি চার বছর চাপা পড়ে থাকে। গত বছর দিল্লি সরকার আফজলের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজের সুপারিশই করে।

আফজলের হয়ে মাঠে নেমে পড়ে কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ, মুফতি মহম্মদ সহ বিভিন্ন বিছিন্নতাবাদী নেতৃত্ব সংগঠন, বামমার্গি কিছু নেতা অরুন্ধতি রায় সহ আরো অনেকে। উল্লেখ্য অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি টেররিস্ট ফ্রন্ট চেয়ারম্যান এম এস বিট্টা মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে আফজলের পক্ষের কোন অনুরোধ না শোনার নিবেদন করেছেন। তিনি অনেক রাজনৈতিক নেতার বক্তব্যের বিরোধীতা করেছেন কারন তাদের সেই সব বক্তব্যের জন্য কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশবিরোধী কাজকে উৎসাহ যোগাবে। এসবই অতীত, বর্তমান ২০১১ -র ১০ আগষ্ট সংসদে কি বলা হয়েছে কি সুপারিশ করা হয়েছে, নর্থ ব্লক কি বলছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কি বলছে এ নিয়ে বিস্তর বাকচাতুরি আছে। কিন্তু সংবাদ বিভিন্ন সূত্রে যা উঠে এসেছে তাতে আফজলের ফাঁসিই চেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

উল্লেখ্য কংগ্রেসের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, বিষয়টি ঘোষণার এটাই কি ঠিক সময় ? রমজান মাস চলছে, এর পরেই মীর ওয়াইজ উমর ফারুক, সৈয়দ আলি শাহ গিলানির মতো হুরিয়ত নেতারা হুমকি দিয়ে বলছেন, আফজলের ফাঁসি হলে উপত্যকায় আগুন জ্বলে যাবে। সেনা দিয়েও তা ঠেকানো যাবে না। সন্ত্রাসের সঙ্গে ধর্মকে কারা মেলাচ্ছে এটাই মূল প্রশ্ন আর ফাঁসির আসল ফাঁস সময়ই বলবে।

বাংলাদেশে ধৃত হুজী প্রধান সহ দুই জঙ্গী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বাংলাদেশ সফরে ঢাকা যাচ্ছেন ৬ সেপ্টেম্বর। তার আগেই ১৮ আগষ্ট নিষিদ্ধ জঙ্গী সংগঠন হরকত-উল-জিহাদের (হুজী) বর্তমান প্রধান মাওলানা মহম্মদ ইয়াহিয়া (৪৬) তার দুই সহযোগীসহ গ্রেফতার করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব)। গ্রেফতার অপর দু'জন হচ্ছে ইয়ার মহম্মদ (৫৫) ও বাহাউদ্দিন (৩৫)। তিনজনেই বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা।

১৮ আগষ্ট ভোররাতে সিলেট থেকে কিশোরগঞ্জগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে যাওয়ার সময় ভৈরব এলাকায় তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাদের র‍্যাবের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে উপস্থিত করানো হয়। র‍্যাবের মুখপাত্র কম্যাণ্ডার এম সোহেল বলেন ধৃতদের কাছ থেকে বেশ কিছু গোপন ও নিষিদ্ধ জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ২০০৫ সালে ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে ইয়াহিয়া অন্য একটি সংগঠন জেএমবি সন্দেহে গ্রেফতার হয়ে জামিনে মুক্তি পেয়ে পলাতক হয়।

ইয়াহিয়া ১৯৭৭ সালে সিলেট কাজীবাজার কওমী মাদ্রাসায় ৭ বছর এবং পরবর্তীতে হাট হাজারী মাদ্রাসায় ১ বছর পড়াশোনা করেন। ১৯৮৬-৮৭ সালে মুফতি ইজহারলল ইসলামের লালখান বাজার মাদ্রাসা শিক্ষকের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু। ১৯৮৭ সালে ভারত হয়ে পাকিস্তান করাচীতে যায়। করাচীতে জনৈক আবদুর রহমান এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম জিহাদের দাওয়াত পায়। ১৯৮৮ সালে একই ব্যক্তির সঙ্গে আফগান মুজাহিদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য পাকিস্তান থেকে আফগানিস্থানে যায়। যাবার পূর্বে আধুনিক অস্ত্রসহ বোমা বিস্ফোরকের উপর প্রশিক্ষণ নেয়। ৩ বছর আরাকান যুদ্ধেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

১৯৯২ সালে বাংলাদেশে ফিরে আসে। হুজীর আধিপত্য বিস্তারের জন্য চট্টগ্রাম লালখান বাজার মাদ্রাসায় সাংগঠনিক অফিস খুলে মাদ্রাসায় বিভিন্ন রকম জঙ্গী প্রশিক্ষণ দিত বলে জানায়। বাংলাদেশে হুজীর সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকা ''জাগো মুজাহিদ'' অফিসে ১ বছর কাজ করে। হুজীর একজন প্রশিক্ষণ কম্যান্ডারও ছিলেন। ১৯৯৯ সালে হুজী সংগঠনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব নেন ইয়াহিয়া। বাংলাদেশে হুজীর সক্রিয় সদস্য ২৫ থেকে ৩০ হাজার। দেশের বাইরেও বহু জঙ্গী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

২০০১ এ ১৪ এপ্রিল ঢাকা রমনা বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা এবং কোটালিপাড়ায় সেখ হাসিনার জনসভায় বিস্ফোরণ কান্ডের মূল অভিযুক্ত এই ইয়াহিয়া। ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট আওয়ামী লীগের সভায় গ্রেনেড হামলার মূল আসামী, হত্যা, নাশকতা, বোমা হামলা ইত্যাদি সহ ২০টি বর্বরোচিত ও জঘন্য হামলার পেছনে মুখ্যভূমিকা পালন করে হরকত-উল-জিহাদ। ১৭ অক্টোবর ২০০৫ সালে হুজী নিষিদ্ধ হবার পরেও বিভিন্ন নাম পরিবর্তন করে সংগঠন। 'ইসলামী দাওয়তী কাফেলা', 'ইসলামী গণ আন্দোলন' আবার কখনও 'ইসলামী ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'। সংগঠন নিষিদ্ধ বা নাম পরিবর্তন যাই হোক না কেন আই এস আইয়ের তৈরী এই জঙ্গী সংগঠনের কাজ একই আছে। জঙ্গী সংগঠনটির সন্ত্রাসের জাল বাংলাদেশ ছড়িয়ে ভারত পাকিস্তানেও সমান ভাবে সক্রিয়।

মিন্টু হোসেনের গণপ্রহারে মৃত্যু

নগাঁও উত্তপ্ত — পুড়ল বাড়ী গাড়ি

অসমের নগাঁও জেলা রণগর্ভ। গণপ্রহারে এক দুষ্কৃতির মৃত্যু। ২২ আগষ্ট সোমবার সকাল থেকেই হিংসা আর উত্তেজনা নগাঁওয়ের ননৈ এলাকা। ঘটনাস্থলে পুলিশ, আধাসামারিক বাহিনী নামিয়েও কাজের কাজ হচ্ছিল না কিছুই। জেলা শাসককে কার্ফু জারি করতে হয়। ঘটনার রেশ ছড়িয়ে পড়ে গোটা জেলাতে। ঘটনাস্থল নগাঁও শহর থেকে ১২ কিঃ মিঃ দুরে ননৈ থানার উজোরা এলাকায়। ঘটনার সূত্র দৈনিক যুগশঙ্খ।

ঘটনার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন ধরে উজোরাসহ পাশের গ্রামগুলিতে ব্যাপকহারে ডাকাতির ঘটনা ঘটে চলছিল। চুরি-ডাকাতির কারণে সাধারণ মানুষ অতিষ্ট। সারাদিন পরিশ্রমের পর গ্রামের মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। চোরেরদল সরকারি বি.এস.এন.এল. -এর আন্ডার গ্রাউন্ড কেবল্ও চুরি করে নিচ্ছিল। এরকমই এক ঘটনায় ২১ আগষ্ট রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ ননৈ থানার উজোরা গ্রামের মানুষ কেবল্ চুরি করার সময় হাতে নাতে মিন্টু হোসেন, ওরফে মিন্টু আহমেদ, ওরফে মিন্টু আহমেককে ধরে ফেলেন। তার সঙ্গে থাকা বাকীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গ্রামের লোকজন মিন্টু হোসেনকে উত্তম মধ্যম দিয়ে হাত পা বেঁধে রেখে পুলিশকে খবর দিলেও পুলিশ রাতে আসেনি। ভোর ভোর পুলিশ এসে মিন্টু হোসেনকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করলে সকাল ৭ টা নাগাদ হোসেনের মৃত্যু হয়। (স্থানীয় মানুষের অভিমত ওরা খবরের অপেক্ষায় ছিল) এর পরই নিকটবর্তী কাটনিগাঁওয়ের প্রায় আট শতাধিক মিন্টু হোসেনের সহযোগীরা হাতে দা, লাঠি, লোহার রড, ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রথমেই উজোরা গ্রামে পরিকল্পিত ও দলবদ্ধ আক্রমণ করে। এই দলবদ্ধ ও পরিকল্পিত আক্রমণে মোট ২০ টি পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে তছনছ করে দেয়। কিছু বাড়ী পুড়িয়ে দেয় হামলাকারী দলটি। একটি অলটো গাড়ী, দুটি অটো, চারটি মোটর বাইক, ১৫ টি গরু ও গোয়ালঘরসহ ধানের গোলাতে আগুন ধরিয়ে দেয় আক্রমণকারী মুসলিম দলটি। গ্রামের মহিলারা নিজেদের শ্লীলতা রক্ষার্থে ও শান্তিপ্রিয় হিন্দু পুরুষরা প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। আক্রমণকারীরা গ্রামের প্রধানকে ঘর থেকে বের করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।

তবে চাঞ্চল্যকর বিষয় হল এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি ননৈ থানার পুলিশের সামনেই সংঘটিত হয়। পুলিশ নির্বাক হয়ে থাকে। কারণ দলবদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণকারী সংখ্যালঘুরা ছিল সংখ্যায় বেশী। ননৈ থানার জনা কয়েক পুলিশ আক্রমণকারীদের তান্ডব দেখে নেজেদেরই প্রাণ হাতে নিয়ে নির্বাক দর্শক হয়ে থাকেন। নগাঁও থেকে যাওয়া দমকলবাহিনীর গাড়ী মাঝ পথে আটকে রাখে আক্রমণকারীদের একটি দল। পরে অন্য একটি বাহিনী তাদের গাড়ী নিয়ে অন্য একটি রাস্তা দিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। অবশেষে নগাঁও থেকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিতাভ সিনহার নেতৃত্বে নিরাপত্তারক্ষীর একটি দল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য শূন্যে গুলি চালায়। এলাকায় ১৪৪ ধারা সহ রাত্রিকালীন কার্ফু জারি করা হয়। জেলাশাসক পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক, কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত বাহিনীর কমান্ডান্ট সহ উচ্চ পদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি প্রদানের মৌখিক আশ্বাস দেন। আশ্বাসে আশ্বস্ত নয় বিভীষিকার আতঙ্ক নিয়ে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছে হিন্দুরা।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southasiasambad.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 303/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Prokash Chandra Das, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012